প্রাচীন মিশরের চিত্রকলা, স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য:

মানব সভ্যতার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে গৌরবময় স্থান দখল করে আছে প্রাচীন মিশরীয়রা। বিশ্বসভ্যতার অগ্রগতি তাদের অবদানে সমৃদ্ধ। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে তাদের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা যায়। চিত্রকলায় আছে বিশেষ বৈচিত্রপূর্ণ অবদান। লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন, সেচ ব্যবস্থা চালু, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্রসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান সভ্যতার ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। ধারণা করা হয়, মিশরে প্রথম রাজবংশের শাসন আমল শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ অব্দ থেকে। তখন থেকে মিশরের ঐতিহাসিক যুগের শুরু। একই সময়ে নিম্ন ও উচ্চ মিশরকে একত্রিত করে 'নারমার' বা 'মেনেস' নামের একজন একাধারে মিশরের প্রথম নরপতি এবং পুরোহিত নির্বাচিত হন। তিনি প্রথম ফারাও এর মর্যাদাও লাভ করেন। এরপর থেকে ফারাওদের অধীনে মিশর প্রাচীন বিশ্বসভ্যতার চিত্রকলা, স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যবিদ্যার অগ্রগতিতে একের পর এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে শুরু করে।

মিশরের চিত্রশিল্প গড়ে উঠেছিলো মূলত ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে। মিশরীয়দের চিত্রকলা বিশেষভাবে বৈচিত্রপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। মিশরের চিত্রশিল্পের সূচনা হয় সমাধি আর মন্দিরের দেওয়াল সাজাতে গিয়ে। তাদের প্রিয় রং ছিল সাদাকালো। সমাধি, পিরামিড, মন্দির, প্রাসাদ, প্রমোদ কানন, সাধারণ ঘর-বাড়ির দেয়ালে মিশরীয় চিত্রশিল্পীরা অসাধারণ ছবি এঁকেছেন। এসব ছবির মধ্যে মিশরের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের কাহিনী ফুটে উঠেছে। কারুশিল্পেও প্রাচীন মিশরীয় শিল্পীরা অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। আসবাবপত্র, মৃৎপাত্র, সোনা, রূপা, মূল্যবান পাথরে খচিত তৈজসপত্র, অলঙ্কার, মমির মুখোশ, দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র, হাতির দাঁত ও ধাতুর দ্রব্যাদি মিশরীয় কারুশিল্পের অসাধারণ দক্ষতার প্রমাণ বহন করে।

মিশরীয় সভ্যতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য লিখনপদ্ধতি, লিপি ও কাগজ আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও মিশরীয় চিত্রশিল্পের বিশেষ অবদান রয়েছে। নগর সভ্যতা বিকাশের সঙ্গেই মিশরীয় লিখন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে তারা সর্বপ্রথম ২৪টি ব্যঞ্জনবর্ণের বর্ণমালা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। প্রথম দিকে ছবি এঁকেই তারা মনের ভাব প্রকাশ করতো। এই লিখন পদ্ধতির নাম ছিল চিত্রলিপি। এই চিত্রলিপিকে বলা হয় 'হায়ারোগ্লিফিক' বা পবিত্র অক্ষর।

মিশরীয় ভাস্কর্য সেখানকার স্থাপত্যের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। প্রাচীন বিশ্বসভ্যতায় মিশরীয়দের মতো ভাস্কর্য শিল্পে-অসাধারণ প্রতিভার ছাপ আর কেউ রাখতে সক্ষম হয়নি। ব্যাপকতা, বৈচিত্র্য এবং ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবিত বিশাল আকারের পাথরের মূর্তিগুলো ভাস্কর্য শিল্পে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। প্রতিটি ভাস্কর্য ধর্মীয় ভাবধারা, আচার অনুষ্ঠান, মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। প্রতিটি শিল্পই আসলে ধর্মীয় শিল্পকলা। মন্দিরগুলোতে মিশরীয় ভাস্কর্য স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রাচীন মিশরের উল্লেখযোগ্য কিছু স্থাপত্য-ভাস্কর্যের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য গিজার গ্রেট স্ফিংকস। একটি বৃহৎ পাথর কেটে এটি নির্মাণ করা হতো। স্ফিংকস মূলত মৃতের এবং মরুভূমির দেবতা। মানুষের মাথা এবং সিংহের দেহের সমন্বয়ে মূর্তিটি গঠিত। মূর্তিটির মাথা ফারাও এর অনুরূপ। ফারাও খুফু এটি নির্মাণ করেছিলেন। ফারাও খুফুর একটি মূর্তিও এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হয় যা হলো একটি প্রাচীন মিশরীয় মূর্তি। ১৯০৩ সালে স্যার উইলিয়ান ম্যাথিউ ফ্লিন্ডার্স পেট্রি দ্বারা আবিস্কৃত হয়েছিল। এটি উচ্চ মিশরের অ্যাবিডোসের খেন্টামেন্টিউ মন্দিরে আবিষ্কৃত হয়েছিল। এছাড়াও অন্যান্য যেসকল স্থাপত্য বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে তার মধ্যে একটি হল ব্লক মূর্তি। এটি প্রাচীন মিশরের মধ্য রাজ্যে আবিষ্কৃত একটি স্মারক মূর্তি। এই মূর্তিটির ক্ষেত্রে সাধারণত অনুমান করা হয় যে, মন্দিরের প্রবেশদ্বারে একজন অভিভাবক বসে আছেন। একজন লোকের হাঁটু তার বুক পর্যন্ত টানা এবং তাঁর হাত হাঁটুর চারপাশে ভাজ করে বসে আছে। মিশরের দক্ষিণের শহর লুক্সরে অবস্থিত 'মেমননের কলসি' হলো ফারাও আমেনহোটেপ তৃতীয়ের দুটি বিশাল মূর্তি। এগুলো কোয়ার্টজাইট বেলেপাথরের ব্লক দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল এবং আঠারো মিটার উঁচু।

মিশরীয় স্থাপত্যশিল্প এক অনন্য ঐশ্বর্যের দাবিদার। স্থাপত্যশিল্পে তারা অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলো বলেই আজও তাঁদের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে পরবর্তীতে স্মৃতিসৌধ, প্রাসাদ, মন্দির ও পিরামিড স্থাপত্যে মিশরীয়দের অসামান্য কৃতিত্ব প্রকাশিত হয়। প্রাচীন মিশরের পিরামিড ও মন্দিরসমূহ স্থাপত্যবিদ্যায় মিশরীয়দের সর্বশ্রেষ্ঠ ও চরম উৎকর্ষের নিদর্শন এখনো বহন করছে। মিশরীয়রা মনে করতো মৃত ব্যক্তি আবার একদিন বেঁচে উঠবে। সে কারণে দেহকে তাজা রাখার জন্য তারা মৃতদেহ সংরক্ষণ করত। এই পদ্ধতিকে বলা হয় মমি। এই চিন্তা থেকে মমিকে রক্ষার জন্য তারা পিরামিড তৈরি করেছিল। প্রাচীন মিশরীয় স্থাপত্যের সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ এই পিরামিড।

এই সকল পিরামিডের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গিজার পিরামিড যা খুফুর পিরামিড বা চিওপসের পিরামিড নামেও পরিচিত। বিশ্বের সাতটি আশ্চর্যের মধ্যে প্রাচীনতম (৪০০০ বছরেরও বেশি)। আধুনিক কায়রোর কাছে গিজা মালভূমিতে

নির্মিত, এটি মিশরের সমস্ত পিরামিডগুলোর মধ্যে বৃহত্তম। এছাড়াও জোসারের পিরামিডটি প্রাচীন মিশরীয় রাজধানী মেমফিসের সমাধিস্থল সাক্কারা নেক্রোপলিসে অবস্থিত। এটি ফারাও জোসারের সমাধি হিসাবে প্রাথমিক ভাবে তৈরি হলেও রাজপরিবারের অন্য সদস্যদেরও সেখানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। পিরামিড ব্যতীত বিভিন্ন মন্দিরগুলোও মিশরের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যে কৃতিত্ব দাবী করে। যেমন, আবু সিম্বেল মন্দির, কর্ণক মন্দির, লুক্সর মন্দির, হাটশেপসুটের মন্দির এবং এডফু মন্দির।

পরিশেষে, মিশরের ভাস্কর্য ও স্থাপত্যগত নিদর্শন নিয়ে এখনো গবেষণা চলছে। এখনও তা পুরোপুরি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। আজ অবধি বহু প্রাণ পৃথিবী ছাড়তে বাধ্য হয়েছে শুধুমাত্র পিরামিড রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে! পর্যটন খাতে ক্ষতির আশঙ্কা থেকে মিশরের সরকারও কখনো চায়নি মিশরীয় সভ্যতা রহস্যের অবসান হোক। এক্ষেত্রে, আধুনিক প্রযুক্তিও যেনো অন্ধকারে পতিত। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বিবেচনা করেই আমরাও চাই, পৃথিবীর বুকে অনন্তকাল টিকে থাকুক প্রাচীন সভ্যতার এই অমূল্য সম্ভার।

অতিরিক্ত তথ্য:

- আবু সিম্বেল মন্দির: বিশাল শক্ত পাথরে খোদাই করা এই দুটি মন্দির দক্ষিণ মিশরে নাসের হ্রদের তীরে অবস্থিত। এগুলো ফারাও রামেসিস দ্বিতীয়ের শাসনামলে নির্মিত এবং দেবতা Ptah, Ra-Horakhty, Amun এবং Hathor -কে উৎসর্গ করা হয়েছিল। বৃহত্তর মন্দিরের বাহ্যিক অংশে (গ্রেট টেম্পল নামেও পরিচিত) রামেসেসের চারটি কুড়ি মিটার উঁচু মূর্তি রয়েছে, যদিও একটি মূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মূল মন্দির তিনটি হল নিয়ে গঠিত যা পাহাড়ের ৫৬ মিটার প্রসারিত। ১৯৭৯ সালে, আবু সিম্বেল মন্দিরকে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসাবে ঘোষণা করে।

- কর্ণক মন্দির: কর্ণক হল থিবেসে অবস্থিত আমুন মন্দিরের আধুনিক নাম। ফারাও সেনুস্ট্রেট (প্রথম) এর শাসনামলে নির্মাণ শুরু হয়েছিল, তবে এটি বিভিন্ন শাসকের আমলে নির্মিত হয় প্রায় দু হাজার বছরেরও পূর্বে। এটি সূর্য ও বায়ুর দেবতা আমুনকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। এখানে হাইপোস্টাইল হলরুম রয়েছে, যার ১৬ টি সারিতে সাজানো ১৩৪টি স্তম্ভ রয়েছে। এটি বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় ভবনের অন্যতম। ১৯৭৯ সালে, এটিকেও ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করা হয়।

- লুক্সর মন্দির: দক্ষিণের শহর লুক্সরে বেশ কিছু প্রাচীন ধর্মীয় স্থাপত্য রয়েছে, তবে সবচেয়ে বিখ্যাত হল লুক্সর মন্দির, যা নীল নদের কাছে অবস্থিত। এটিও দেবতা আমুনকে উৎসর্গ করা হয়েছিল এবং এখানে অনেক ফারাওদের মুকুট পড়ানো হয়েছিল। এটি বেলেপাথরের তৈরি।

- হাটশেপসুটের মন্দির: হাটশেপসুটের মন্দির হল দেইর এল-বাহারিতে একটি মর্চুরি মন্দির, যা লুক্সর শহর থেকে নীল নদের ওপারে অবস্থিত। এটি ফারাও হাটশেপসুটের শাসনামলে নির্মিত এবং এটি আমুনকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে রাণীকে সম্মান করার জন্য গঠন করা হয়েছিল। প্রাচীন মিশরীয় ইতিহাসের ইতিহাসে এটি একটি বিশেষ স্থান ধারণ করে কারণ এটি এক মহিলা ফারাওর নির্দেশনায় নির্মিত হয়েছিল।

- এডফু মন্দির: বাজপাখির মাথার দেবতা হোরাসকে উৎসর্গীকৃত এডফু মন্দিরটি মিশরের দ্বিতীয় বৃহত্তম মন্দির। এর সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য হল বিশাল এর একটি বিশাল প্রবেশদ্বার যা দুটি বড় টাওয়ার দ্বারা সজ্জিত এবং ৩৬ মিটার উঁচু। প্রবেশদ্বার ৩২ টি স্তম্ভ এবং বিভিন্ন উৎসবের দৃশ্য খোদাই করা দেয়াল সহ একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণে সরাসরি নিয়ে যায়। মন্দিরটি নিজেই ১৪০ মিটার দীর্ঘ এবং এটি প্রাচীন মিশরের সেরা সংরক্ষিত ধর্মীয় স্মৃতিস্তম্ভের অন্যতম।